প্রথম আলো

03 MAR 2017

দুঃখ ঘুচছে বিদ্যালয়টির

মোশতাক আহমেদ ●

একসময় বিদ্যালয়টিতে প্রায় কিছুই ছিল না। এখন একটি টিনের চালার ঘর উঠেছে। বেড়া দিয়ে তিনটি শ্রেণিকক্ষ বানানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বসার জন্য বেঞ্চও হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি শিশুদের জন্য প্লাস্টিকের খেলনাও আছে দু-একটি। তৈরি করা হয়েছে বাথরুম। ভবন করারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছে, এখনো উপযুক্ত পরিবেশ না হলেও ইতিবাচক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে।

বলা হচ্ছে বেইলি রোডে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের ভেতরে অবস্থিত সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা। মামলা-মোকদ্দমাসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় ৫৫ বছরের পুরোনো এই বিদ্যালয়টি বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ নিয়ে ২০১৪ সালের ১৪ মার্চ 'মুছে যাবে বিদ্যালয়টি!' শিরোনামে *প্রথম আলোয়* একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য গণমাধ্যমেও বিদ্যালয়ের দুরবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন হয়েছে। মূল অভিযোগ ছিল গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন চায় না, এখানে বিদ্যালয়টি থাকুক। এ নিয়ে বিষয়টি আদালতে গড়ায়। দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে গত বছর উচ্চ আদালত সরকারি এই বিদ্যালয়টির

পক্ষে রায় দেন। এরপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিদ্যালয়টি কিছুটা সংস্কার করে ক্লাসের মোটামুটি একটি ব্যবস্থা করে।

গত বুধবার দুপুরে সরেজমিনে বিদ্যালয়টিতে গিয়ে দেখা যায়, টিনের চালার ঘরে আলাদা তিনটি শ্রেণিকক্ষে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী পড়ছে। তবে শিক্ষার্থী কম। চতুর্থ শ্রেণির ক্লাসে দেখা গেল পাঁচজন ছাত্রী উপস্থিত। অবশ্য এই ক্লাসে মোট ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী আটজন। তৃতীয় শ্রেণিতে উপস্থিত ছিল চারজন। এই শ্রেণিতে মোট শিক্ষার্থী সাতজন। বিদ্যালয়টিতে মোট শিক্ষার্থী ৬৩ জন। যাদের প্রায় সবার বাবা শ্রমজীবী মানুষ।

সরেজমিনে দেখা যায়, টিনের চালার পেছনের অংশে দুটি নতুন বাথরুম করা হয়েছে। সামনে একটি সাইনবোর্ডও টানানো হয়েছে। এই প্রতিবেদক প্রতিবেদনের কাজে এর আগে একাধিকবার এই বিদ্যালয়ে গিয়েছেন। ফলে তুলনামূলকভাবে দেখা গেছে, পরিবেশটি এখনো উপযুক্ত না হলেও আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী নুরেজা বলছিল, 'আগে একদম ভালো লাগত না। বিদ্যালয়ে আসতে মন চায় না। এখন আগের চেয়ে ভালো হয়েছে।' একই ধরনের কথা বলল শাহনাজ আক্তার নামের আরেক ছাত্রী।

সহকারী শিক্ষক ফেহানারা বেগম বললেন, এখন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেড়েছে। ভবন হলে পরিবেশ যেমন ভালো হতো, তেমনি শিক্ষার্থীও বাড়ত। তিনি বলেন, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একেবারেই গরিব ঘরের সন্তান।

জানতে চাইলে রমনা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মমতাজ বেগম বলেন, সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের বিষয়ে গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন পর্যালোচনার (রিভিউ) আবেদন করেছে। এখনো শুনানি হয়নি। এ বিষয়টি ফয়সালা হলেই ভবন নির্মাণ করা হবে। তখন বিদ্যালয়টির চেহারা পরিবর্তন হবে। তিনি আশা করেন পর্যালোচনার রায়ও বিদ্যালয়ের পক্ষে যাবে।

১৯৬২ সালে গাইড হাউস বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করলেও ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ হয়। তখন থেকে সেটি প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালে গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে এই বিদ্যালয়টি সরিয়ে নিতে অনুরোধ করা হয়। পরে বিষয়টি আদালতে গড়ায়।